প্রথম আলো

তারিখ ... 12 4 MAR 2015
পৃষ্ঠা 6 ... কলাম ... 2 ...

কম বয়সে বিয়ে দিতে স্বজনদের ছলচাতুরী

তানভীর সোহেল ●

টাঙ্গাইলের ফলদা ইউনিয়নের বাসিন্দা মরিয়ম বেগম স্থানীয় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী। স্কুলের নিবন্ধন খাতা অনুযায়ী তার জন্ম ২০০২ সালের জুলাই মাসে। অর্থাৎ এখন তার বয়স ১৩ বছরও হয়নি। গত মার্চে মরিয়মের বিয়ে হয়েছে। নোটারি পাবলিকের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত বিয়ের কাগজে তার বয়স লেখা হয়েছে ১৮ বছর।

ফলদা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে মরিয়মের সঙ্গে আলাপকালে সে জানাল, তার বয়স ১৬ বছর। বিয়ের বয়স ১৮ বছর মনে করিয়ে দিতেই মরিয়মের চটপট উত্তর, 'সরকার এখন বিয়ের বয়স ১৬ বছর করেছে।' যখন তাকে জানানো হলো, এই আইন হয়নি, তখন চুপ করে অন্যদিকে তাকিয়ে ছিল সে। একপর্যায়ে নিজেই বলল, বিয়ের বিষয়ে কেউ জানতে চাইলে এভাবেই উত্তর দিতে বলে দেওয়া হয়েছে। তাকে বলতে বলা হয়েছে, বিয়ে তার ইচ্ছেতেই হয়েছে।

মরিয়মের বিয়ের খুঁটিনাটি জানা গেল ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সাইদুল ইসলাম তালুকদারের কাছ থেকে। তিনি বললেন, ফেব্রুয়ারিতে এই মেয়ের বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তিনি জানতে পেরে স্থানীয় প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে বিয়ে বন্ধ করেছিলেন। মরিয়মের বিয়ে হয়ে গেছে, এটা পরে আর তিনি শোনেননি।

মরিয়ম ও স্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, বিয়ে বন্ধ হওয়ার পর মরিয়মকে নিয়ে পরিবারের সদস্যরা টাঙ্গাইল শহরে যান। সেখানে ছেলে আল আমিন ও তার স্বজনেরাও আসে। নোটারির মাধ্যমে এই বিয়ে হয়। ইউপির সদস্য আমীর আলী জানালেন, আল আমিনের বয়সও কম। নোটারি পাবলিকে তার বয়স ২১ দেখানো হয়েছে। অথচ মরিয়ম বলল, তার স্বামীর বয়স ১৯ বছর। স্থানীয় ব্যক্তিদের মতে ছেলের বয়স ১৬-১৭ বছর হতে পারে।

সরেজমিন
ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল

কম বয়সী মেয়েকে বিয়ে দিতে নানা ধরনের ছলচাতুরীর আশ্রয় দিচ্ছেন সাধারণ মানুষেরাই

ময়মনসিংহ জেলার চর ঈশ্বরদিয়া ইউনিয়নে ১২ বছরের মেয়েকে বিয়ে দিতে বাবা জব্বার আলী তাঁর বড় ছেলের জন্মসনদে ছেলের নামের স্থানে মেয়ের নাম বসিয়ে ফটোকপি করে কাজি অফিসে জমা দিয়েছেন। পরে ধরাও পড়েছেন। তবে তার আগেই বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হয়ে যায়।

কম বয়সী মেয়েকে বিয়ে দিতে নানা ধরনের ছলচাতুরীর আশ্রয় দিচ্ছেন সাধারণ মানুষেরাই। ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলায় বাল্যবিবাহ রোধে প্রশাসন ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা কঠোর হলেও কয়েকটি কারণে এ ধরনের বিয়ের সংখ্যা কমিয়ে আনা যাচ্ছে না। এগুলো হলো নোটারি পাবলিকের মাধ্যমে বিয়ে, ভুয়া জন্মসনদ এবং অন্য এলাকায় নিয়ে গিয়ে বিয়ে দেওয়া। অবশ্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিয়ে নিবন্ধন হচ্ছে না। এ ছাড়া আরও এক উপায়ে বাল্যবিবাহ হচ্ছে। সে ক্ষেত্রে বিয়ের কাজি বিয়ের বিষয়টি নিবন্ধন খাতায় তাৎক্ষণিকভাবে নিবন্ধন করেন না। বিয়ের পর কোনো ধরনের সমস্যা বা বাধা না এলে ছয় মাস বা এক বছর পর নিবন্ধন খাতায় বিয়ে নিবন্ধন দেখান।

কম বয়সে মেয়েকে বিয়ে দিচ্ছেন কেন—এই প্রশ্নের জবাবে ময়মনসিংহের কুষ্টিয়া ইউনিয়নের ধনু মিয়া, নান্দাইল উপজেলার সাহাব আলী বললেন, এলাকার পোলাপান সমস্যা করে। এ জন্য বিয়ে দিয়েছেন। আর টাঙ্গাইলের ঘাটাইলের হনুফা বেগম এই কারণের সঙ্গে যোগ করলেন তাঁর পরিবারের অভাবের কথা। বললেন, 'এক মেয়ের বিয়ে হওয়ায় খাওনের লোক একজন কমল।'

উপজেলা কার্যালয় থেকে আনা তথ্যের বরাত দিয়ে দুই জেলা পরিষদ থেকে জানা গেছে, গত চার মাসে এই দুটি জেলায় প্রশাসনের হস্তক্ষেপে ৭৩টি বাল্যবিবাহ রোধ করা গেছে। এ ছাড়া স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও বাসিন্দারা অনেক বিয়ে আটকে দিয়েছেন। তবে চারজন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বললেন, বিয়ে বন্ধের পর দেখা যায়, অন্য কোথাও নিয়ে গিয়ে বিয়ে দেওয়া হয়। তবে এখন বেশির ভাগ বাল্যবিবাহ নিবন্ধন হচ্ছে না। কেননা কাজিরা এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি সচেতন ও কৌশলী। তা ছাড়া স্বজনেরা সচেতন না হলে বাল্যবিবাহ কমানো সহজ নয়।